আজাদ হিন্দ পিকচার্স-এর

নিবেদন

নতুন পাঠশালা

25-7-52

পরিবেশক • শ্রী বিষ্ণু পিকচার্স লিঃ

আজাদ হিন্দ পিকচাস -এর নিবেদন

বুনিয়াদি শিক্ষার পটভূমিকায় রচিত

নতুন পাঠশালা

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : বীরেন দাশ

সুর যোজনা :

★ বীরেন ভট্টাচার্য ★

★ অপরেশ লাহিড়ী ★

আবহ-সঙ্গীত

★ তিমিরবরণ ★

গীতকার : গোপাল ভৌমিক, সমীর ঘোষ এবং গৌরীশঙ্কর

আলোকচিত্র-শিল্পী :
সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

নৃত্য-পরিকল্পনা : অতিনলাল ও প্রঃ ব্যাণ্ডো
শব্দানুলেখন : গৌর দাস । সম্পাদনা : রবীন দাস
শিল্প-নির্দেশ : নরেশ ঘোষ । রূপসজ্জা : সোমনাথ
ব্যবস্থাপনা : মাণিক রায়

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর-সি-এ শব্দযন্ত্রে বাণীবদ্ধ

পৃষ্ঠপোষক : কুমার বীরেন্দ্রনারায়ণ রায় (লালগোলা)
মহারাজ-কুমার : সৌরীশ চন্দ্র রায় (নদীয়া)

প্রযোজনা : নগেন নিয়োগী

চরিত্র-চিত্রণে : নরেশ মিত্র, শোভা সেন, অভি ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, জহর রায়, পরেশ ঘোষ, শেফালিকা (পুতুল), কণক, হাসি, সূর্য, লেতো রূপকুমার, রবিপ্রকাশ, মঞ্জু, রেণু, নুপুর প্রভৃতি

পরিবেশক : শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স লিমিটেড
৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট : : : : কলিকাতা

কাহিনী

ভারতবর্ষের সাড়ে সাত লক্ষ জীবন্মৃত গ্রামের মতই একটি গ্রাম রাঙামাটি। রোগ, দুর্যোগ ও দারিদ্র্যের কৃপায়, এবং তাহার উপর অর্থলোলুপ বর্বর মহাজন দ্বারিকের অনুগ্রহে, এ গ্রামের চাষী ও তাঁতির কর্মজীবন সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। এখানকার কেহ কাহারও মঙ্গল চাহে না—দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে ও অশিক্ষার কবলে ইহার অস্থি মজ্জা অবধি দূষিত হইয়া উঠিয়াছে। গ্রামের শিশুরা কাহারও ধার ধারে না—তাহাদের সৎশিক্ষা দিয়া মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতেও কাহারও প্রচেষ্টা নাই। তাহাদের আত্মীয় পরিজন ক্রমাগত ঋণ ও দুর্গ্রহের দায়ে এমনই ব্যতিব্যস্ত যে

তাহারাও গ্রামের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া আগামী দিনের আশায় কোনও আয়োজনই সম্পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে না। গ্রামের একমাত্র পণ্ডিত টোলে বসিয়া দিবানিদ্রায় সময় কাটাইয়া যায়, এবং কখনও কখনও খেয়াল হইলে শিক্ষাদানের একমাত্র অস্ত্র ব্যবহার করে নিরীহ দুর্বল শিশুদের উপর বেত্র-দণ্ড আরোপ করিয়া।

এই অবস্থার মধ্যে গ্রামে আসে সুরথ ও সুরুচি, বুনিয়াদী শিক্ষাকেন্দ্র হইতে এই গ্রামে 'নতুন পাঠশালার' পরিকল্পনা লইয়া। শিশু-ছাত্রদের তাহারা জয় করে ভালবাসায়, এবং তাহাদের নতুন শিক্ষাপদ্ধতির গুণে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এ গ্রামের শিশুরা স্বাবলম্বী ও আত্মনির্ভরশীল হইয়া উঠে।

গ্রামের সবডিপুটি এই পরিকল্পনায় সুরথকে সকল রকম সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দেওয়ায়, সুরথ আরও আগ্রহ ও উদ্যম লইয়া অগ্রসর হয় তাহার আদর্শের পথে। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী টোলের পণ্ডিত, বৃদ্ধ কবিরাজ ও মহাজন দ্বারিক প্রতিপদে বাধা সৃষ্টি করে। ঋণগ্রস্ত চাষী ও তাঁতির দল দ্বারিকের কৌশলে বাধ্য হয় নতুন পাঠশালার পরিকল্পনায় বাধা দিতে—কিন্তু শিশুর দল রাঙামাটির নবীন অমৃতরসের আস্বাদনে মাতিয়া উঠিয়াছে—তাহাদের এই বৃহত্তর জীবনস্বপ্নের উদ্যমকে বাধা দেয় সাধ্য কাহার? তাহারা পণ্ডিতের টোল ছাড়িয়া জীবনকে মানুষের মত মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিতে কৃতসঙ্কল্প।

পণ্ডিতের টোলে থাকে বেচারা ভোলা—পণ্ডিতের ভাগিনেয়। টোলের একমাত্র ছাত্র—পণ্ডিতের শিক্ষার প্রদীপে অর্দ্ধসিক্ত সলিতার মত মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতে থাকে।

কিন্তু একদিন ভোলারও ঘুম ভাঙ্গে। পুরাতন সাথীদের জীবন-সংগ্রামের আদর্শে আন্দোলিত নবীন জীবনের জয়ধ্বনির সুর আসিয়া লাগে ভোলার কাণে; পণ্ডিতের টোলের মায়া কাটাইয়া ছোটে সে নতুন পাঠশালার পানে। এই দোলায় সম্বিৎ ফিরিয়া পায় পণ্ডিত—সুরথ ভোলাকে গ্রহণ করে সানন্দে—এবং পণ্ডিতকেও আহ্বান করে তাহাদের দুরূহ কর্ত্তব্যের অংশ গ্রহণ করিতে। প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত সানন্দে গ্রহণ করে এই আহ্বান—এবং দ্বারিক মহাজনের যক্ষের সম্পদ ফুলবিহারে নতুন পাঠশালার নব-উদ্বোধন সম্পন্ন করিতে পরামর্শ দেয় সুরথকে।

কি কৌশলে দ্বারিক গ্রামের জমিদারকে বঞ্চিত করিয়া ফুলবিহার করায়ত্ব করিয়াছিল পণ্ডিত সে সংবাদ দিতেও ছাড়িল না।

এই সংবাদ দ্বারিক মহাজনের কর্ণগোচর করিল কবিরাজ—এবং

নতুন পাঠশালার ছেলের দল যখন অগ্রসর হয় ফুলবিহারের পানে—বাধা দেয় দ্বারিকের অর্থপুষ্ট গুণ্ডা ও লাঠিয়ালের দল।

নতুন পাঠশালার ছেলেরা সে বাধা জয় ক'রে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ প্রণোদিত অহিংসার অমোঘ অস্ত্রে—কিন্তু আঘাত পায় বৃদ্ধ পণ্ডিত।

শোণিতাপ্লুত পণ্ডিতের পানে চাহিয়া সম্বিৎ ফিরিয়া পায় দ্বারিক—সে বুঝিতে পারে গ্রামে যে নব-জাগরণের সাড়া আসিয়াছে, তাহার অবারিত প্রবাহ রোধ করিবার সাধ্য কাহারও নাই।—দ্বারিক খুলিয়া দেয় ফুলবিহার। ফুলের উৎসবে আর নতুন পাঠশালার নব-উদ্বোধনের আয়োজনের সমারোহে মিলিয়া—আগামী দিনের উজ্জ্বল আলোয় রাঙা হইয়া উঠে রাঙামাটির রঙিন পথ ও রাঙা আকাশ!

● গান ●

বাবলুর গান

[এক]

বনতলে জাগে সুর
গ্রামগুলি বহুদূর বহুদূর
নীলাকাশে রোদ্দুর!
নিঝুম এ দুপুরে
মিছে কেন মরি ঘুরে
তার চেয়ে ডালে বসি
প্রাণ মোর ভরপুর!
ঝিরি ঝিরি বায়ু বয়
ফুলপরি কথা কয়
আমার সুর জাগে মনোময়।
ঝোপ ঝাড় মাঠে ঘাটে
মোর দিনমান কাটে।
আমার মন বলে সেই ভাল
এ জীবন ভরপুর।

—গোপাল ভৌমিক

ছেলে-মেয়েদের গান

[দুই]

১ম দল— ফো ফো ফো
ধরতে পারলে না!
ধরতে পারলে না!
দ্বারিক মহাজন!
দ্বারিক মহাজন।
দম্ দমাদম্ দম্
ও দ্বারিক মহাজন!
২য় দল— দ্বারিক মহাজন!
মারবে লাঠি, ভাঙ্গবে পা-টি
দম্ দমাদম্ দম্
ও দ্বারিক মহাজন!
৩য় দল— ফুলবিহারে এসো না,
দ্বারিকের কাছে ঘেঁসো না,
দম্ দমাদম্ দম্
ও দ্বারিক মহাজন।

৪র্থ দল— ছোটরা সব পালাল
নটেগাছটা মুড়োল।
দ্বারিকের আশা ফুরুলো।
এবার নিজের পিঠে ভাঙ্গো লাঠি,
দম্ দমাদম দম্
দ্বারিক মহাজন!

সুরুচির গান

[তিন]

ফুলে ফুলে নৌমাছিদের ঐ যে কানাকানি,
ঐ ত তোদের মাটির মায়ের নিমন্ত্রণের বাণী।
আয় আয় আয়।
ধানের ক্ষেতের পাশ দিয়ে আয়
বাঁকা নদীর পাড় দিয়ে আয়
সবুজ সোহাগ ছড়িয়ে হোথায়
হাসে যে গ্রামখানি।

পাখীর পাখা আবীর মাখা প্রথমদিনের বীর।
আয় মিঠে সুরে বাজায় বাঁশী
কিশোর রাখাল কবি।
এত যে রূপ ঐ ত তোদের আসল মায়ের ছবি
আয় আয় আয়।
শাপলা-শালুক-পদ্মভরা ছায়ায় কালো বিল
তারি মাঝে মুখ দেখে ঐ আকাশ ঘন নীল।
কুঁড়িয়ে যত ছোট্ট শিশু মায়েরই কোল খোঁজে।
মা ছাড়া তার অবোঝ হৃদয় কিছুই নাহি বোঝে।
ঝাঁপি খোলে লক্ষ্মী মা যে দেবেন আশীষ আনি।
আয় আয় আয়!

—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

প্রার্থনা সংগীত

[চার]

প্রাণের যত প্রণাম আছে ফুলের মত ঝরে।
বন্দী এ প্রাণ বয়না কভু রয়না আজি ঘরে।
প্রাণের যত প্রণাম আছে ফুলের মত ঝরে।
মুক্ত উদার এই যে আকাশ, এই যে আলো
এই যে বাতাস,
তরুণ প্রাণে সুরের বাণী আনলো বহন করে।
আমরা সাধক নতুন প্রাণের আলোর স্বপন
ভোরের গানের
বক্ষপুটে দাও বরাভয় আশীষ মাথার পরে।

—গোপাল ভৌমিক।

পদাতিকের গান

[পাঁচ]

এগিয়ে চল এগিয়ে চল এগিয়ে চল
নব ভারতের মুক্তসেনানী-দল
চলরে এগিয়ে চল!
আসিবে মৃত্যু ঝঞ্ঝা দুর্নিবার
লঙ্ঘিতে হবে দুস্তর পারাবার।
বিশ্বেরে আজি হবেরে জানাতে
ভারত নহে যে হীনবল।
স্বাধীন ওরে মুক্ত তরুণ দল
বিশ্বের সাথে একসাথে আজি চল!
তোদের কণ্ঠে ভারতের বাণী
উঠুক ধ্বনিয়া আসমুদ্র হিমাচল।

বনভোজনের গান

[ছয়]

দূরের বাঁশী ডাক দিল আজ ছুটীর নিমন্ত্রণে—
প্রাণের নিমন্ত্রণে যে আজ পথের নিমন্ত্রণে।
স্বপ্ন ঝরে—
স্বপ্ন ঝরে তাই ত চোখে, স্বপ্ন ঝরে মনে,
ছুটীর নিমন্ত্রণে।
মেঘের সাথে চলব ছুটে
হারিয়ে যাওয়ার ভাবনা টুটে গো
পিছন পানে চাইব নাক
সামনে চলার পানে
ছুটীর নিমন্ত্রণে।

—সমীর ঘোষ

ভজন

[সাত]

সৎচিৎ—আনন্দ রাজা রাম।
পতিত পাবন শিরিপতি রাম।
গতিভরতা প্রভু-সাথী-রাম।
সত্যিয়ম্-শিবম্-সুন্দরম্ রাম।
দুঃখ হরতা প্রভু করতা রাম।
পতিত পাবন প্রভু তেরে নাম॥

শ্রীবিষ্ণু পিকচার্স-এর পক্ষে
৮৭ ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : কলিকাতা
হইতে শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল
কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত।
ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ
১-এ, টেগোর ক্যাসল্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬ কর্তৃক মুদ্রিত।